Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	
ডকেট নং-	তাং-
(ক)	পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ)	পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ)	পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ)	পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ)	পরিচালক (জি আই)
(চ)	সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ)	উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক	

"ফরিদপুরের পাট"

GI Journal No. 61

Published on :27 MAY 2025

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই)-এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রের পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস।

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৯৫

আবেদনের তারিখঃ ০১-০৮-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"ফরিদপুরের পাট"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ **"ফরিদপুরের পাট"**

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

খ) ঠিকানা ঃ মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক ধরনের কৃষি পণ্য (শ্রেণি: ৩১)

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার পাট এর স্পেসিফিকেশন যা উক্ত পাটকে সমৃদ্ধ করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

বাংলা নাম	ঃ	পাট
ইংরেজী নাম	ঃ	Jute
বৈজ্ঞানিক নাম	ঃ	*Corchorus olitorius L.*
পরিবার	ঃ	Malvaceae

ফরিদপুরের পাটের আঁশ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে বেশ মজবুত ও উজ্জ্বল সোনালি বর্ণের। পরিণত বয়সের (matured) পাট গাছের আঁশ ৩.০-৩.৫ মিটার লম্বা হয়। আঁশের শক্তিমত্তার পরিমাণ ৪৮.১৩-৫৩.৫৩ গ্রাম/টেক্স, সুক্ষ্মতার পরিমাণ ২৬.৫৫-২৮.০৫ মাইক্রন এবং উজ্জ্বলতা ৩৩.২৪-৩৩.৭৬%। তাছাড়া সেলুলোজের পরিমাণ ৬৬.০৪% যা অন্যান্য এলাকা থেকে বেশী এবং লিগনিন এর পরিমাণ (১৪.৯৩%) যা অন্যান্য এলাকা থেকে কম। এজন্য এই অঞ্চলের পাট থেকে উন্নতমানের পাটপণ্য তৈরী করা হয়।

চ) ভৌগোলকি নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

আবহমানকাল থেকে পদ্মানদী ও কুমার নদ বিধৌত ফরিদপুর জেলার মানুষ পাট চাষের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ফরিদপুর জেলায় বিল প্রধান জলাভূমি এবং পদ্মা ও কুমার নদের প্লাবনে পলি মাটিতে উর্বর হওয়ায় এ জেলায় বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ১৫% পাট উৎপন্ন হয়। পাট মূলত দুই প্রকার যথাঃ (ক) দেশী পাট এবং (খ) তোষা পাট। তোষা জাতের পাটের আঁশের গুণগত মান উৎকৃষ্ট তাই ফরিদপুর অঞ্চলে তোষা পাটের চাষাবাদ করা হয়। পাট গাছের ছাল থেকে আঁশ পাওয়া যায়। তোষা পাটের আঁশ সাধারণত সোনালি বর্ণের হয়। পাট গাছ হার্ব জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। যা সাধারণত ৩.০০-৩.৫০ মিটার লম্বা এবং কান্ড সিলিন্ড্রিকাল। পাতা সবৃন্তক, ডিম্বাকৃতির লম্বাটে অথবা বর্শাফলাকৃতির হয়ে থাকে। পাতার রং সবুজ বর্ণের, ১০-১৫ সে.মি.লম্বা এবং ৫ সে.মি. চওড়া। পাট গাছের ফুল হলুদ বর্ণের এবং আকারে ছোট হয়ে থাকে। বীজের রং

পাটের আঁশ ছাড়ানোর দৃশ্য

পাটের আঁশ ছাড়ানোর দৃশ্য

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

ফরিদপুর জেলা ৮৯.২৯° পূর্ব হতে ৯০.১১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩.১৭° উত্তর হতে ২৩.৪০° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত (মানচিত্র সংযুক্ত)। জেলার মোট আয়তন ২০৭২.৭২ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা, সালথা, নগরকান্দা, ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন এই নয়টি উপজেলা নিয়ে ফরিদপুর জেলা গঠিত। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী উল্লিখিত উপজেলাগুলির মধ্যে সালথা ও নগরকান্দা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয়। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার তালমা পাটের গুণগতমান অতি উৎকৃষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পাট "তালমা ব্র্যান্ড" হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

পাটকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলার অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। জেলায় ব্যক্তি উদ্দ্যোগে ২১টি পাটকল স্থাপিত হয়েছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এইসব পাট কলের উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের ৫০টির অধিক দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ফলে পাটকে কেন্দ্র করে অত্র জেলার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

পাট গাছ

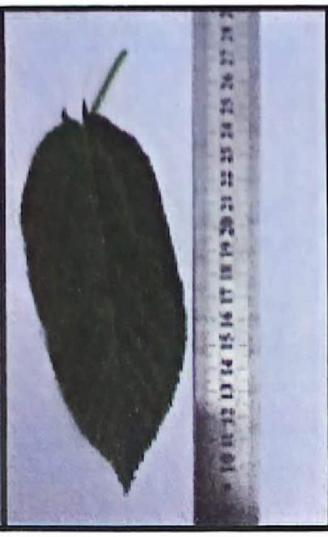

পাতা

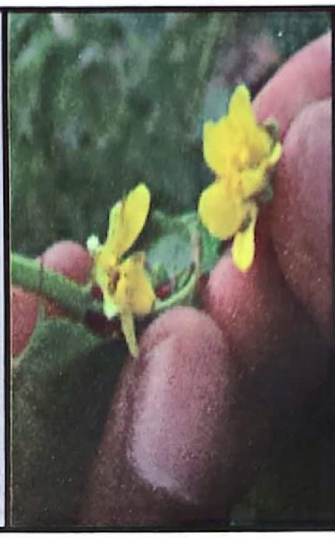

ফুল

ফল

ফরিদপুরের পাটের জমি

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) :

প্রাচীনকাল হতে পাটের আঁশ আমাদের সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর সাথে দেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাধারণ মানুষের এক নিবিড় আবেগের সম্পর্ক বিদ্যমান। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার পলি-বিধৌত এ বিস্তীর্ণ উর্বর জনপদের কৃষক আবহমানকাল থেকেই পাট চাষ করে আসছে। গ্রাম বাংলার মায়েদের পিঠার হাঁড়ি, দুধের বাটি তুলে রাখার 'শিকা' শুধু নয়, কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজের দৈনন্দিন দড়ি-কাছি, ছালাবস্তা, চট, জায়নামাজ সবকিছুতেই পাটের ব্যবহার অতি পুরাতন ও নিত্য প্রয়োজনীয়। কালক্রমে মানুষের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, সৌখিনতা ও উন্নত রুচিবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে সারা বিশ্বে বহুমুখী পাট পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। সোনালি আঁশ নামে খ্যাত পাটের আঁশ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী নিয়োজিত।

পাট খাত বা পাটশিল্পের ঐতিহ্য অনেক পুরাতন। প্রাকৃত পৈঙ্গল নামে প্রাচীন সাহিত্যে আছে, সে কালে এ দেশের পুণ্যবান লোকেরা মৌরলা মাছ এবং 'নালিচ অর্থাৎ পাটের কচিপাতার শাক খেত। মধ্যযুগের কবি, দক্ষিণ বঙ্গের বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল-এ লিখেছেন

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে টিয়া ঠুটি,
সেই নায় ভরে সাধু পাট আর ভুটি।

অনেক ঐতিহাসিক সে কালের পাট আর পাটজাত বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের লেখায়। এ দেশ থেকে পাট ও পাটজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হতো। আঠারো শতকের শেষের দিকে পাটের প্রতি ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যখন ড. রোক্স বার্গ ইংল্যান্ডে প্রথম পাটের চালান পাঠান। পর্যটক টেভারনিয়ারের লেখা থেকে জানা যায়, আঠারো শতকের ওই সময়ে এ দেশ থেকে নিয়মিত ইউরোপে পাট রপ্তানি হতো। এক হিসাব থেকে দেখা গেছে, ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ১১ হাজার ৪০০ হন্দর পাট এ দেশ থেকে রপ্তানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ইংল্যান্ডের শনের সুতা পাকানের যন্ত্রে পাটের সুতা পাকানোর কাজ সফল ভাবে সম্পাদন করা শুরু হওয়ায় পাটের চাহিদা বেড়ে যায়।

উপমহাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপন করেন লর্ড অকল্যান্ড। তিনি ১৮৫৫ সালে কলকাতার উপকণ্ঠে হুগলী নদীর তীরে রিষড়ায় স্থাপিত পাটকলটি ইংল্যান্ডের ডান্ডি শহরে স্থাপন করেন। ১৮৭২ সালে যখন পাটের শিল্প ব্যবহার হয় তখন থেকে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। সেইসময় পূর্ব বাংলা পাটের প্রধান উৎপাদন অঞ্চল ছিল। ১৯১৪ সালে পূর্ব বাংলার পাট উৎপাদনের শীর্ষস্থানীয় জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম জেলা ছিল ফরিদপুর। এই জেলার মাটি ও আবহাওয়া বিশেষ করে বিল প্রধান জলাভূমি, পদ্মা ও কুমার নদের প্লাবনে পলি মাটিতে উর্বর, পাট চাষে বেশ দক্ষ কৃষক, সস্তা শ্রম ও বাজার ব্যবস্থা ভাল থাকায় ফরিদপুর জেলা পাট চাষে আবহমানকাল থেকে সমৃদ্ধ।

পাটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গভীর। প্রাচীনকাল থেকে, অনেকের মতে মুঘল আমল থেকে, প্রথম পাটের চাষ শুরু হয়। বাংলার কৃষকরা খাল, বিল ও নদীর আশেপাশের বিস্তৃত মাঠে "সোনালী আঁশ" খ্যাত এই পাট চাষ করতেন। ফসলটি স্থানীয় কৃষকদের জীবিকার প্রধান উৎস এবং স্থানীয় বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে কারিগরি প্রযুক্তির সংযোজনের ফলে পাট শিল্পের প্রসার ঘটে। ১৯ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশরা বাংলাদেশের পাটকে বিশ্ববাজারে রপ্তানী শুরু করে। সে সময় বিশ্বের মোট পাটের ৭০-৮০% উৎপাদিত হতো এই বাংলায়। কলকাতায় প্রথম পাটকল স্থাপন করে ব্রিটিশরা। তখন থেকে উর্বর জমি ও জলবায়ুগত সুবিধার কারণে বাংলাদেশে পাট চাষ আরো বিস্তৃত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, পাট বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (BJMC) গঠিত হয়। তবে নব্বই এর দশকে সিনথেটিক পণ্যের আগমনের ফলে পাট শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। বর্তমানে, পাট পরিবেশবান্ধব হওয়ায় সারাবিশ্বে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং বিশ্ববাজারে পাটজাত পণ্য নতুনভাবে পুনরায় জায়গা দখল করার চেষ্টা করছে।

ফরিদপুর জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্য পাট। গত ২০১৮ সালে জেলা প্রশাসন ফরিদপুর কর্তৃক পাট (সোনালি আঁশ) কে ফরিদপুর জেলার ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ফরিদপুর জেলা ব্র্যান্ড "সোনালি আঁশে ভরপুর, ভালোবাসি ফরিদপুর" যা ফরিদপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে এবং অফিসে শোভা পাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত পাটের ১২.৫% পাট ফরিদপুর জেলায় উৎপাদিত হয়। এ জেলার প্রায় ৭৫% মানুষের আয় পাটের উপর নির্ভরশীল। এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া পাট চাষের জন্য উপযুক্ত। তাছাড়া পাট পঁচানোর জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত পানি। তাই এ জেলার পাটের গুণগত মান অনেক ভালো।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

জমি নির্বাচন

ফরিদপুর অঞ্চলে পাট পঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ ধরনের মাটি বিশিষ্ট উঁচু জমিতে যেখানে বৃষ্টির পর পানি সরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে সেখানে পাট চাষ করা হয়ে থাকে। ফলে এখানে পাটের ফলন ভাল হয় এবং উপযুক্ত জলাশয়ে পঁচানোর ফলে পাটের আঁশের গুণগত মান ভাল হয়।

জমি তৈরি

পাটের বীজ খুব ছোট তাই পাট ফসলের জমি মিহি করে গভীরভাবে উত্তমরূপে চাষ দেয়া হয়। মাটির বড় ঢিলাগুলো ভেঙ্গে মাটি মিহি ও হাল্কা করা হয় এবং জমিতে আগাছা ও অন্য ফসলের শিকড় থাকলে তা সাধারণত পুড়িয়ে ফেলা হয়। জমি গভীর করে ৩-৫ টি চাষ ও মই দেয়া হয়ে থাকে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে হেক্টর প্রতি ৪.৬ টন জৈবসার প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োগকৃত জৈবসার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দেয়া হয়। বীজ বপনের দিন হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি, ৯৭ কেজি জিপসাম এবং ১৭ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হয়। সকল প্রকার সার জমিতে শেষ চাষে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজ বপনের ২১ দিন এবং ৪৫ দিন পর যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

বপন সময় ও বীজ হার

ফরিদপুর অঞ্চলে তোষা পাট সাধারণত চৈত্র মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শুরু করে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বপন করা হয়ে থাকে। প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে ছিটিয়ে বীজ বপন করা। তবে সারিতে বীজ বপন করলে পাটের ভাল ফলন পাওয়া যায়। ভাল মানের বীজ হলে হেক্টর প্রতি ৫-৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বপন করলে বীজের পরিমাণ কিছুটা বেশি লাগে।

পাট ফসলের আন্তঃপরিচর্যা

আগাছা পাট গাছের বৃদ্ধিকে দারুনভাবে ব্যাহত করে তাই পাট ক্ষেতে দুইটি নিড়ি দেয়া হয়ে থাকে। পাট চাষের জন্য বীজ বপনের পর ২০-২৫ দিনে ১ম নিড়ি, ৪০-৪৫ দিন ব্যবধানে ২য় নিড়ি দেয়া হয়। পাট গাছের বয়স ৬০-৭০ দিন হলে ১টি টানা বাছ এবং ৮০-৯০ দিনে ১টি কাটা বাছ দিলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। পানি সেচ কিংবা বৃষ্টির পর জমিতে পানি জমে থাকলে নালা করে পানি সরিয়ে দিতে হয় কারণ চারা পাট গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন

ফরিদপুর অঞ্চলে পাট ক্ষেতে সাধারণত রোগবালাই ও পোকামাকড়ের তেমন আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে পাটের সাধারণ রোগ হিসেবে আগামরা বা কান্ডপচা রোগ দেখা দিলে প্রাথমিকভাবে রোগাক্রান্ত গাছসমূহ উপড়ে ফেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ রোধ করার জন্য ম্যানকোজেব গ্রুপের যেকোন ছত্রাকনাশক ০৩ দিন পরপর ০৩ বার স্প্রে করতে হয়। জমিতে ৫% এর উপরে মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সানমেকটিন ১.৮ ইসি বা অ্যামবুশ ১.৮ ইসি গাছের উপরের দিকের কচি পাতার নীচের পৃষ্ঠে ০৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করা যায়। পাট ক্ষেতে ঘোড়া পোকা কিংবা বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রাথমিক পর্যায়ে হাত বাছাই করা যেতে পারে। তবে আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা উত্তম।

পাটের ক্ষেতে কাটা বাছ

পাট গাছের বয়স ৮০-৯০ দিন হলে পাট ক্ষেতের ভিতরের অতিরিক্ত গাছ যা আকারে কিছুটা ছোট এবং চিকন এমন পাট গাছ কাঁচি দিয়ে কেটে সরিয়ে ফেলে পাতলা করাকে কাটা বাছ নামে পরিচিত। এই পাট গাছগুলো পানিতে পচিয়ে খুব উন্নতমানের পাট আঁশ পাওয়া যায়, যা সুক্ষ সুতা তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আদর্শ পাট ক্ষেতে প্রতি বর্গ মিটারে ৪০-৪৫ টি গাছ থাকে।

পাট কাটার সময়

সাধারণত পাট বীজ বপনের ১২০ দিন পর পাট কাটলে আঁশের ফলন ও গুণগত মান উভয়ই ভালো হয়। তবে তিন ফসলী জমির জন্য ১০০-১১০ দিনে পাট কাটা হয়ে থাকে। এতে ফলন কিছুটা কম হলেও আঁশের গুণগত মান ভালো হয়।

সঠিকভাবে পাট পচান

পাটের উন্নত মানের আঁশ পেতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয় ঃ

১) **বাছাইকরণ ঃ** পাট কেটে আঁটি বাঁধার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চিকন এবং মোটা পাটের আলাদা আঁটি হয়। একই আঁটিতে মোটা-চিকন পাট থাকলে চিকন পাটগুলো আগে পচে যাবে কিন্তু মোটা পাট গুলো পচবে না। আবার মোটা পাট পচাতে গেলে চিকন পাট নষ্ট হয়ে যাবে। তাই পাটের আঁটি বাঁধার সময় ভালভাবে বাছাই করতে হয়।

২) **পাতা ঝরান ঃ** আঁটি বাঁধা শেষ হলে সেগুলোকে ৩-৪ দিন জমির উপর স্তুপ করে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে পাতা ঝরে যায় এবং গাছগুলো কিছুটা শুকিয়ে যায়। ঝরা পাতা জমিতে জৈব সার হিসেবে কাজ করে। পাট গাছগুলো কিছুটা শুকানোর ফলে পানিতে ডুবানোর পর গাছের ভিতর তাড়াতাড়ি পানি প্রবেশ করতে পারে।

৩) **গোড়া থেতলানো ঃ** পাতা ঝরানোর পর পাট গাছের গোড়ার ১.৫-২.০ ফুট কাঠের/বাঁশের হাতুড়ী দিয়ে পিটিয়ে থেতলানো হয় অথবা পাতা ঝরানোর পর পাট গাছের গোড়া ১.৫ থেকে ২.০ ফুট পানিতে ৩/৪ দিন ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে পাটের আঁশের কাটিংস (গোড়ার শক্ত অংশ) এর পরিমাণ কমে যায়।

৪) **পানি নির্বাচন ঃ** যে পানি খুব পরিষ্কার এবং তার মধ্যে অল্প স্রোত থাকে সেই পানি পাট পচনের জন্য সবচেয়ে ভাল। এ ধরনের পানি সাধারণত ছোট নদী, বিল এবং কিছু কিছু খালের মধ্যে দেখা যায়। ফরিদপুর অঞ্চলে ভাল পানিতে পাট জাগ দেওয়ায় আঁশের মানও ভাল হয়।

৫) **জাগ দেয়াঃ** জাগ তৈরীর সময় পাটের আঁটি গুলোকে প্রথম সারিতে লম্বালম্বি সাজানো হয়। দ্বিতীয় সারিতে আড়াআড়ি ভাবে সাজানো হয়। তৃতীয় সারিতে আবার লম্বালম্বি সাজানো হয়। এতে আঁটির ভিতর পানি এবং পাট পচন জীবাণু সহজে প্রবেশ করতে পারে। এ অঞ্চলে পরিষ্কার ও মৃদু প্রবাহমান পানিতে পাট জাগ দেয়া হয়।

৬) আঁশ ছাড়ানো প্রক্রিয়া ঃ জাগ দেয়ার ১২-১৫ দিনের মধ্যে পাটের পচন শেষ হলে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভালভাবে শুকিয়ে আঁশ সংগ্রহ করা হয়। ফরিদপুর অঞ্চলে পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঁশের আড়ার সাহায্যে এক সঙ্গে অনেকগুলো পাটের আঁশ ছাড়ানো হয়ে থাকে। আঁশ ছাড়াবার সময় গাছের গোড়ার অংশের পচা ছাল হাত দিয়ে চিপে টেনে মুছে ফেলে দিলে আঁশের কাটিংসের পরিমাণ অর্থাৎ গোড়ার শক্ত অংশের পরিমাণ অনেক কম হয়। এ ছাড়া আঁশ ছাড়াবার সময় পাট গাছের গোড়ার অংশ এক টুকরো শক্ত কাঠ বা বাঁশ দিয়ে থেতলে নিলে আঁশের কাটিংসের পরিমাণ অনেক কম হয়। দেখা গেছে গাছ থেকে একটা একটা করে আঁশ ছাড়ালে আঁশের গুনাগুন ভাল হয়।

৭) আঁশ ধোয়া ঃ ফরিদপুর অঞ্চলে আঁশ ছাড়ানোর পর আঁশগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধোয়া হয়। ধোয়ার সময় আঁশের গোড়া সমান করে নিতে হয়। এমনভাবে আঁশ ধোয়া হয়। যেন কোন রকম পচা ছাল, ভাঙ্গা পাট খড়ি, অন্য কোন ময়লা, কাদা ইত্যাদি আঁশের গায়ে লেগে না থাকে। এতে পাটের মান নষ্ট হয় না এবং বাজারে এ সকল আঁশের চাহিদাও ভাল থাকে।

আঁশ শুকানো ও গুদামজাতকরণ

আঁশ ধোয়ার পর পাট ও পাট খড়ি ভালোভাবে রোদে শুকানো হয়। শুকানো ভালো না হলে সংরক্ষণের সময় আঁশ পঁচে যেতে পারে। তাই ভালোভাবে রোদে শুকানোর পর পাট গুদামজাত করা হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে গুদামে আলো-বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা থাকে তা না হলে পাটে পচন ধরবে ও আঁশের গুণগত মান নষ্ট হবে।

আঁশের ফলন

সঠিক নিয়মে পাট চাষ করলে হেক্টরে ৩.০-৩.৫ টন উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় উৎপাদিত পাট এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত যা অন্যত্র উৎপাদিত পাট থেকে আলাদা। ফরিদপুর জেলার পাটের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) উন্নত মানের আঁশ : ফরিদপুরের পাট তার উন্নত মানের আঁশের জন্য বিখ্যাত। এখানে উৎপাদিত পাটের আঁশগুলি অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদিত পাটের তুলনায় অধিক শক্তি (High strength) সম্পন্ন, সূক্ষ্ম (Fineness) এবং অধিক স্থিতিস্থাপক (Elastic) গুণ সম্পন্ন।

২) প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এবং রঙ : ফরিদপুরের পাটের আঁশগুলিতে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা থাকে, যা তাদের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বাড়িয়ে তোলে। ফরিদপুরের পাটের প্রাকৃতিক রঙকেও স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়। কখনও কখনও অন্যান্য অঞ্চলের পাটের চেয়ে উজ্জ্বল বা আরও উজ্জ্বল দেখায়।

৩) পরিবেশ বান্ধব চাষ : ফরিদপুরের কৃষকরা সাধারণত ঐতিহ্যগত এবং টেকসই চাষ পদ্ধতি মেনে চলে। কীটনাশক কম ব্যবহার করে এবং জৈব চাষ পদ্ধতিতে চাষ করে। এই পরিবেশ-বান্ধব চাষ পদ্ধতি পাটের তন্তুর প্রাকৃতিক গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখে।

৪) পাট পণ্যের স্থায়িত্ব : ফরিদপুরের পাট থেকে তৈরি পণ্যগুলির স্থায়িত্ব বেশী যা টেক্সটাইল, প্যাকেজিং এবং যৌগিক উপকরণসহ ব্যাপক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

৫) সাংস্কৃতিক তাৎপর্য : ফরিদপুরে পাট উৎপাদনের গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। স্থানীয় জনগণের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাট চাষের উপর নির্ভর করে। ফরিদপুরের পাট চাষের ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্য দিয়ে চলে আসছে।

৬) ব্যবহারের উপযোগিতা : ফরিদপুরের পাট বহুমুখী পণ্য এবং বিভিন্ন শিল্প যেমন টেক্সটাইল, কার্পেট, ব্যাগ, মোটরগাড়ি এবং নির্মাণ খাতেও ব্যবহার করা হয়। এর বহুমাত্রিক ব্যবহার উপযোগিতা এটিকে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি মূল্যবান পণ্য হিসেবে গড়ে তুলেছে।

ট) **ব্যবহারকাল** ঃ ফরিদপুরের পাট প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে।

ঠ) **বাণিজ্যিক এলাকা** ঃ

ফরিদপুরের পাট ও পাটজাতীয় পণ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের ৫০ টির অধিক দেশে রপ্তানী করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশগুলি হলো ভারত, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, জাপান, ইরান, তুরস্ক, সৌদিআরব, কাতার, জর্ডান, মিশর, জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইডেন।

ড) **পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ** ঃ

পাট অধিদপ্তর/বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ঢ) **তথ্যসূত্র** ঃ

১. রহমান, মো. মুজিবুর, ২০১৮, বাংলাদেশে পাটের আঁশ ফসল উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নির্ণয়ে সিমুলেশন মডেলের ব্যবহার, ত্রৈমাসিক জার্নাল উন্নয়ন বিতর্ক, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ০২, জুন ২০১৮: ৩৫-৪৬।

২. রহমান, মোঃ মুজিবুর, ২০১৯, পাট বীজ উৎপাদনের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' প্রেক্ষিত, কৃষি বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ বিশেষ সংখ্যা আষাঢ় ১৪২৬: ৩১-৩২।

৩. রহমান, মো. মুজিবুর ও মো. রফিকুল ইসলাম, ২০২০. বাংলাদেশে উফশী জাতের পাট বীজ উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও উৎপাদন চাহিদা ও সম্ভাবনা, ত্রৈমাসিক জার্নাল উন্নয়ন বিতর্ক, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ০৩ ও ০৪, সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর ২০২০: ১১-২০।

৪. রহমান, মো. মুজিবুর, ২০২০. বাংলাদেশের জলবায়ু, পাট ও পরিবেশ, পালক পাবলিশার্স: ৩৮-৪২।

5. Cottrell, J.A., Ali, M., Tatari A., and Martinson, B. 2023. Effects of Fibre Moisture Content on the Mechanical Properties of Jute Reinforced Compressed Earth Composites, Construction and Building Materials, 373. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.130848

6. Asaduzzaman, M. 2022. Jute Industrz of Bangladesh: An Overview of Production and Export, ECRL Research,1:1-7

৭. পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গ https://www.ittefaq.com.bd/668338 (March 13, 2024),

৮. উৎপাদন কমলেও পাটে বিশ্বে প্রথম বাংলাদেশ (March 13, 2024),

9. https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/03/06/1258489

10. Bangladesh exports jute, jute goods (March 13, 2024)
https://www.kalerkantho.com/english/online/business/2023/05/19/53103

১০. ফেরদৌস জান্নাতুল, কামরুজ্জামান এএসএম, হোসেন মাহমুদ আল, আলীম মোঃ আব্দুল এবং ইসলাম মোঃ মাহবুবুল, ২০২১. পাট ও পাট জাতীয় ফসলের আঁশ ও বীজ চাষে বছর ব্যাপী মাঠে করণীয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক-৬১৬/২৪-২৫/শিল্প-১৩-০৫-২০২৫-১২০টি বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.